ই | টা | লি

অর্থ সমাচার...

অসততা এবং দুর্নীতির রাহুগ্রাস আমাদের এই দরিদ্র দেশটিকে আরো দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের ভেতরে ও বাইরে অসৎচক্র নিজেদের পকেট সংরক্ষণে বেপরোয়াভাবে অন্যায় করে চলেছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে সরকারি কোটি কোটি টাকা। অথচ আইন এ ব্যাপারে নীরব। কারণ কালো টাকা ছড়িয়ে আইন ও সরকারি নিয়মনীতিকে অন্যায়কারীরা বানচাল করে দিচ্ছে। এ ধরনের দুর্নীতির একটি কারখানা বাংলাদেশ দূতাবাস রোম।

কর্মদিবসে বাংলাদেশ দূতাবাস রোমে গেলে আঁতকে উঠতে হয়। মানুষ আর মানুষ। তিল ধারণের ঠাঁইটুকু থাকে না দূতাবাস চত্বরে। কেউ পাসপোর্ট নবায়ন করতে এসেছে, কেউ নতুন পাসপোর্ট নিতে এসেছে, কেউ আবার অনুবাদের কাজ বা সার্টিফিকেট নেওয়াসহ বিভিন্ন কাজের জন্য ভিড় জমিয়েছে দূতাবাসে। এসব কাজের জন্য ধার্যকৃত ফি অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। তার ওপর আবার আর্জেন্ট ফি।

যারা রোমের বাইরে থাকেন তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য। সুতরাং সঙ্গত কারণেই সবাই চান তার কাঙ্ক্ষিত কাজটি দূতাবাস থেকে দ্রুত করিয়ে আনতে। কিন্তু দ্রুত শব্দটি ব্যবহার করলেই দূতাবাসে দিতে হয় আর্জেন্ট ফি। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, দূতাবাসের কর্মকর্তারা ভোক্তাদের কাছ থেকে আর্জেন্ট ফি আদায় করলেও সরকারি খাতায় তা লেখা হয় না। তাছাড়া শুধু নতুন পাসপোর্ট প্রদান ছাড়া অন্য যেকোনো কাজ থেকে আদায়কৃত হাজার হাজার ইউরো থেকেও দেশ বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিদিন।

অতি ক্ষুদ্র অঙ্ক ছাড়া উন্নত বিশ্বে নগদ অর্থের লেনদেন আজ বিলুপ্তপ্রায়। গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়ই স্বাচ্ছন্দ বোধ করে Bank Online রীতিনীতিকে। শুধু বাংলাদেশ দূতাবাস রোম এ ব্যাপারে ভিন্ন। নগদ অর্থ ব্যতিত একটি শব্দ উচ্চারণ করলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন তারা। দূতাবাস ভবনের সর্বত্রই লেখা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে 'শুধুমাত্র নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়'। আমার জানামতে, সমগ্র ইউরোপে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাস রোম একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে নগদ অর্থ ছাড়া কথা পর্যন্ত বলা যায় না। এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছে সর্বস্তরের জনগণ, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব আয় থেকে। আর এসব অন্যায় চক্রের প্রধান সমন্বয়কারী দূতাবাসে নিযুক্ত প্রথম সেক্রেটারি বলে অনেকের মন্তব্য। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এমন নতুন কিছু নয়। ভালো কাজের পাশাপাশি তিনি এমন কিছু কাণ্ড করে বসেন যা ভাবতেও অবাক লাগে। প্রবাসী সাহসী সাংবাদিক পলাশ রহমানসহ অনেকেই এ নিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। এ সমস্ত লেখালেখি থেকে কর্তৃপক্ষ তাদের স্বচ্ছতা প্রমাণের বা ভুল পথ পরিহারের সুযোগ পেলেও তারা এ সুযোগটি সঠিক পন্থায় ব্যবহার করেননি। চেষ্টা চালিয়েছেন প্রতিবাদী কলম স্তব্ধ করাতে। দূতাবাস কর্তৃপক্ষের নানাবিধ বিতার্কিক কাজের ফলে সাধারণ মানুষ দূতাবাস কর্মকর্তাদের এখন অন্য চোখে

টো | কি | ও

জাপানে সরস্বতী পূজা

গত ৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার সর্বজনীন পূজা কমিটি, জাপানের উদ্যোগে Tokyo, Sumidagawa Riverside Hall-এ কল্যাণময়ী দেবী সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদা ও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উৎসব পরিবেশে উদযাপিত হয়। বাণী অর্চনা ও অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, প্রসাদ ও ভোগ বিতরণ, হাতেখড়ি, ধর্মীয় আলোচনা, আরতি, ছোটদের জন্য মজাদার অনুষ্ঠান এবং সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত এম সিরাজুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্য রাখেন সর্বজনীন পূজা কমিটি, জাপানের সভাপতি শ্রী সুখেন ব্রহ্ম। আলোচনায় অংশ নেন ড. স্বপন বসু, ড. কিশোর কান্তি বিশ্বাস এবং শ্রী সুনীল রায়। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত এম. সিরাজুল ইসলাম। রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে সর্বজনীন পূজা কমিটির দীর্ঘদিনের দাবি জাপানে মন্দির স্থাপনে দূতাবাসের পক্ষে সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, প্রয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা প্রজ্ঞা-জ্ঞান-সুর ও সংস্কৃতির কামনায় দেবী সরস্বতী পূজা করলেও জাপানের মতো ব্যস্ততম দেশে এবং প্রতিকূল পরিবেশে নির্দিষ্ট দিনে পূজা উদযাপন করা সম্ভব হয় না বলে পরবর্তী ছুটির দিন (রবিবার) সাধারণত পূজা উদযাপন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, জাপানে বাংলাদেশীদের যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই ঐ সম্প্রদায়ের লোকজন ছাড়াও অন্যান্য সব ধর্মের লোকজনের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে সর্বজনীন এবং প্রাণবন্ত করে তোলে। ছুটির দিন হওয়াতে দূরদুরান্ত থেকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের আগমন শুরু হয় সকাল থেকেই। আলোচনা পর্ব শেষে আরতি, ছোটদের অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আলোকসজ্জা দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জাপানে মন্দির স্থাপন

জাপানে মন্দির স্থাপন বাস্তবায়নের জন্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা কামনা করা হয়। অর্থনৈতিক সহযোগিতা যেমন এককালীন দান, সদস্যদের নিয়মিত চাঁদা, বিভিন্ন অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করছে সর্বজনীন পূজা কমিটি, জাপান। সকল ভক্তবৃন্দকে উদারচিত্তে দান করার আহবান জানিয়েছে পূজা কমিটি। ইতিমধ্যে জাপান সরকারের সকল আইনি আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে। মন্দির স্থাপনে আর্থিক সহযোগিতাকারীদের নামের তালিকা মন্দির উদ্বোধনকালে স্মৃতিফলকে লেখার ঘোষণা দিয়েছে সর্বজনীন পূজা কমিটি, জাপান।

রাহমান মনি

বিস্তারিত জানার জন্য website এবং e-mail

website : http://www. upc-Japan.com

E-mail : upc-japan @ yahoo.com

দেখে।

দীর্ঘদিনেও বাংলাদেশ দূতাবাস রোমের অসৎ চক্র নিয়ে বিতর্কের শেষ হয়নি বরং বেড়েছে। বিতর্কের অবসান ঘটানোর চেষ্টাও হয়নি। এই বিতর্কের নেপথ্যে একটি সূক্ষ্ম বিষয় কাজ করে বলে সব মহলের ধারণা। সুতরাং এখন সময়ের দাবি দূতাবাসে সেবাদানের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হোক। বন্ধ করা হোক নগদ অর্থের লেনদেন, চালু করা হোক Bank Online পদ্ধতি। তবেই দেশ বাঁচবে। উন্নতি হবে আমাদের রুগ্‌ণ অর্থনীতিতে। কিন্তু এত কিছুর পরেও যদি সরকারের টনক না নড়ে, সরকারের প্রবাস মন্ত্রণালয় তৎপরতা প্রদর্শনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তাহলে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানির প্রধান হাতিয়ার প্রবাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে না।

জীবন চৌধুরী
zibonitaly@ yahoo.com

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

probash@shaptahik2000.com